

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
সমন্বয়-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moysports.gov.bd



নং- ৩৪.০০.০০০০.০৪৩.১৬.০২৬.২০-২৬৬

তারিখ: ০৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
১৮ অক্টোবর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ৩০ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালীন প্রদত্ত সিদ্ধান্ত/নির্দেশনাবলির অক্টোবর/২০২০ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্র নং-০৩.০৭৮.০৩৮.০০.০০.০০৫.২০১৪-১০, তারিখ: ২৬/০১/২০১৫ খ্রি।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালীন প্রদত্ত সিদ্ধান্ত/নির্দেশনাবলির অক্টোবর/২০২০ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এসাথে প্রেরণ করা হলো।

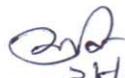
সংযুক্তি: ০৬ (ছয়) পাতা।

সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।
[দৃ: আ: পরিচালক-১১]।

অনুলিপি:

- ১। সচিবের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
প্রোগ্রামার, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।

সেলিনা আক্তার)
সহকারী সচিব
ফোন : ৯৫৪৬৫৬১
ই-মেইল : csmoys66@gmail.com


২৪/১০/২০২০
(সেলিনা আক্তার)
সহকারী সচিব

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ৩০ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালীন
প্রদত্ত সিদ্ধান্ত/নির্দেশাবলির অক্টোবর/২০২০ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনার সংখ্যা	বাস্তবায়িত নির্দেশনার সংখ্যা	এখনো বাস্তবায়ন হয়নি এরূপ নির্দেশনার সংখ্যা	নির্দেশনার বিষয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৩০-১০-২০১৪	১৪	-	১৪ (বাস্তবায়নশীল)	১। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রচলিত প্রশিক্ষণ ট্রেনের সাথে সময়োপযোগী ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ ট্রেন যুক্ত করতে হবে যেমন- ক্যাটারিং, হাউজকিপিং, কৃষি ও হটিকালচার, মেরিন ফিশিং তথা গভীর সমুদ্রে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে মাছ ধরা ইত্যাদি। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থার কারিকুলাম সংগ্রহ করা যেতে পারে।	<ul style="list-style-type: none"> যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রচলিত প্রশিক্ষণ ট্রেনের সাথে ক্যাটারিং, হাউজকিপিং, কৃষি ও হটিকালচার ইত্যাদি প্রশিক্ষণ ট্রেন যুক্ত করা হয়েছে। আইএলও এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে ক্যাটারিং ও হাউজকিপিং ট্রেনের কারিকুলাম সংগ্রহ করা হয়েছে এবং তদানুযায়ী কারিকুলাম হালনাগাদ করে সময়োপযোগী ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমান অর্থবছরে হাউজকিপিং প্রশিক্ষণ কোর্স ০১ অক্টোবর, ২০২০ হতে ৩০ ডিসেম্বর ২০২০খ্রি. মেয়াদে হাউজকিপিং কোর্স এবং ০১ অক্টোবর ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ খ্রি. মেয়াদে কৃষি ও হটিকালচার কোর্স চালু করা হয়েছে। ০৩ জানুয়ারি ২০২১ খ্রি. হতে ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রি. মেয়াদে এবং ক্যাটারিং প্রশিক্ষণ কোর্স ০৩ জানুয়ারি ২০২১ খ্রি. হতে ৩০ জুন ২০২১ খ্রি. পর্যন্ত চালু করা হবে। 	চলমান
					২। যুবরা জীবনের কৃঁকি নিয়ে বিদেশে যাওয়ার জন্য যাতে প্রতারণার শিকার না হয় এবং যুব প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশেই আত্ম- কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ হয় সে লক্ষ্যে বাপক প্রচারণা চালাতে হবে। এছাড়া দেশে-বিদেশে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ছাড়াও সে দেশের আইন কানুন সম্পর্কেও জানাতে হবে, যেন কেউ বিদেশে গিয়ে বেআইনি কিছু না করে এবং জেলে না যায়।	<ul style="list-style-type: none"> যুবরা যাতে আত্মকর্মে উদ্বুদ্ধ হয়, সেজন্য ৬৪টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র/জেলা কার্যালয় ও ৪৯৩টি উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং এ লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষার্থীদের আত্মকর্মসংস্থান ও পরিবারভিত্তিক স্বপ্ন কর্মসূচির আওতায় স্বপ্ন প্রদান করা হয়। ফেস্টুনের মাধ্যমে জেলা/ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১০ টি সচেতনতামূলক স্লোগান প্রচার অব্যাহত আছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনারে ব্যানারের মাধ্যমেও উক্ত স্লোগানগুলো প্রচারের উদ্যোগ অব্যাহত আছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত যুববার্তায় সচেতনতামূলক স্লোগান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রচারের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ/উপজেলা পরিষদ/জেলা প্রশাসন/বিভিন্ন অধিদপ্তর/মন্ত্রণালয়ে যুববার্তার কপি পৌঁছানো নিশ্চিত করা হয়। 	চলমান

চলমান পাতা/২

মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনার সংখ্যা	বাস্তবায়িত নির্দেশনার সংখ্যা	এখনো বাস্তবায়ন হয়নি এরূপ নির্দেশনার সংখ্যা	নির্দেশনার বিষয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
						<p>যুবরা যাতে অবৈধ পদে বিদেশ গমন না করে সে লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত দৈনিক/সাপ্তাহিক/পাঞ্চিক/মাসিক পত্রিকায় সচেতনতামূলক ০৫ টি স্লোগানের প্রচার করা হয়।</p> <p>বিভিন্ন কোর্সের প্রশিক্ষার্থীদের দেশের আইন কানুন ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হয়।</p>	
					<p>৩। ক্রীড়াক্ষেত্রে আরও উন্নয়নের ব্যবস্থা নিতে হবে। ফুটবলের উন্নয়নের জন্য আহুৎকুল, আহুৎ কলেজ এবং জেলা-উপজেলাসমূহে বছর-ব্যাপী ফুটবল খেলার আয়োজন করতে হবে।</p>	<p>দেশের ফুটবল খেলার মান উন্নয়ন ও বিশ র্যাংকিং এ উন্নীত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন কর্তৃক নিম্নোক্ত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৮ সালে ২০টি ক্রীড়া ইভেন্টে বাংলাদেশ যুব গেমসের আয়োজন করা হয়েছে।</p> <p>১. পাইওনিয়র ফুটবল: পাইওনিয়র ফুটবল লীগ (অনুর্ধ্ব-১৬)-এর খেলা নিয়মিত আয়োজন করা হয়।</p> <p>২. প্রফেশনাল ক্লাব সমূহের প্রতিযোগিতা:</p> <p>ক) দেশের ১ম সারির ফুটবল ক্লাবসমূহকে নিয়ে "বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ" এর আয়োজন;</p> <p>খ) দেশের ২য় সারির ফুটবল ক্লাবসমূহকে নিয়ে "বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশীপ লীগ" এর আয়োজন;</p> <p>গ) বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ ও বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশীপ লীগ ক্লাবসমূহের অনুর্ধ্ব-১৮ ফুটবল প্রতিযোগিতা;</p> <p>ঘ) ফেডারেশন কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট এর আয়োজন;</p> <p>ঙ) স্বাধীনতা কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট এর আয়োজন;</p> <p>৩. প্রথম বিভাগ, দ্বিতীয় বিভাগ, তৃতীয় বিভাগ, ফুটবল লিগের খেলা প্রতি বছর আয়োজন:</p> <p>মহিলা ফুটবল উন্নয়নে চলমান কার্যক্রম:</p> <p>উন্নয়নমূলক কার্যক্রম (প্রশিক্ষণ ক্যাম্প):</p> <p>মহিলা: ক) অনুর্ধ্ব-১৪ মহিলা যুব ফুটবল ক্যাম্প (সারা বছরব্যাপী) ; খ) অনুর্ধ্ব-১৬ মহিলা যুব ফুটবল ক্যাম্প (সারা বছরব্যাপী) ; গ) অনুর্ধ্ব-১৯ মহিলা যুব ফুটবল ক্যাম্প (সারা বছরব্যাপী) ; ঘ) মহিলা অনুর্ধ্ব-১৪ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপ আয়োজন ; ঙ) মহিলা অনুর্ধ্ব-১৬ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপ আয়োজন ;</p>	চলমান

চলমান পাতা/৩

মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনার সংখ্যা	বাস্তবায়িত নির্দেশনার সংখ্যা	এখানে বাস্তবায়ন হয়নি এবুপ নির্দেশনার সংখ্যা	নির্দেশনার বিষয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
						<p>৮) মহিলা অনূর্ধ্ব ১৯ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপ আয়োজন ;</p> <p>৯) মহিলা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপ আয়োজন ;</p> <p>১০) সরকার তথা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৭) অত্যন্ত সফলভাবে সারা দেশ ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়েছে।</p>	
					৪। প্রতি উপজেলায় একটি করে মিনি স্টেডিয়াম গড়ে তোলার প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।	দেশের ৪৯২টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হলে তা গত ০৭.০৪.২০১৫ খ্রিঃ তারিখের একনেক সভায় কতিপয় শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন করা হয়। অনুমোদনের পর ১ম পর্যায়ের ১০১টি উপজেলায় "উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ ১ম পর্যায় (১০১)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তদ্ব্যতীত ১২৫ টি নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে, ৬টি উপজেলায় জমি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা যায়নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে ৬৬টি মিনি স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করা হয়েছে। ১৬৪২০২.৫২ লক্ষ টাকা প্রাকল্পিত ব্যয়ে জুলাই/২০২০ খ্রি. হতে জুন/২০২৪ মেয়াদে "উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ- ২য় পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পের উপর গত ১২.০৭.২০২০ খ্রিঃ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সুপারিশের আলোকে ১৮৬ টি মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের ডিপিপি গত ০৩/০৯/২০২০ খ্রি. তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।	বাস্তবায়নাবধীন
					৫। আরচারির জন্য কোন মাঠ নেই। আরচারি খেলার উন্নয়নের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ খেলায় পাহাড়ী ও আদিবাসীদের বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে। কেননা, তাঁর মনুকের সাথে তাদের আজন্ম সম্পর্ক রয়েছে।	<p>(ক) বাংলাদেশ আরচারি ফেডারেশনের সহিত জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সভা আয়োজনের বিষয়ে আরচারি ফেডারেশনকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উপযুক্ত তারিখ ও সময় নির্ধারণপূর্বক সভা অনুষ্ঠিত হবে।</p> <p>(খ) বাংলাদেশ আরচারি ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় বান্দরবানের কোয়ান্টাম কসমো ক্লাবে পাহাড়ী ও আদিবাসীদের সমন্বয়ে বছরব্যাপী আরচারি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ফলশ্রুতিতে আরচারির বিভিন্ন দলে ইতোমধ্যে পাহাড়ী ও আদিবাসী খেলোয়াড় সম্পৃক্ত হয়েছে। বর্তমানে রিনা চাকমা, মাঠে প্রোমার্গা ছাড়াও আরো অনেক আদিবাসী উপজাতি খেলোয়াড় জাতীয় দলের খেলোয়াড় হিসেবে অগ্রভুক্ত আছে।</p> <p>(গ) বাংলাদেশ আরচারি ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় বান্দরবানের কোয়ান্টাম কসমো ক্লাবে পাহাড়ী ও আদিবাসীদের সমন্বয়ে বছর ব্যাপী আরচারি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে বান্দরবান জেলার খেলোয়াড়গণও অংশগ্রহণ করে থাকে।</p>	চলমান



মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনার সংখ্যা	বাস্তবায়িত নির্দেশনার সংখ্যা	এখনো বাস্তবায়ন হয়নি এরূপ নির্দেশনার সংখ্যা	নির্দেশনার বিষয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মত্বা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
					৬। বিদেশে খেলোয়াড় পাঠানোর সময় খেলার সিডিউলের পূর্বে যথেষ্ট সময় হাতে রেখে দল পাঠানোর বিষয়ে সকল ফেডারেশন/ অ্যাসোসিয়েশন/সংগঠকে পত্র মারফত অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু সিডিউল সময়ের আগে বা পরে বিদেশে দলের অবস্থানের ক্ষেত্রে ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন বিধায় অনেক আগে দল প্রেরণ করতে সক্ষম হননা মর্মে বিভিন্ন ফেডারেশন কর্তৃক জানা যায়।	বিদেশে খেলোয়াড় পাঠানোর সময় খেলার সিডিউলের পূর্বে যথেষ্ট সময় হাতে রেখে দল পাঠানোর বিষয়ে সকল ফেডারেশন/ অ্যাসোসিয়েশন/সংগঠকে পত্র মারফত অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু সিডিউল সময়ের আগে বা পরে বিদেশে দলের অবস্থানের ক্ষেত্রে ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন বিধায় অনেক আগে দল প্রেরণ করতে সক্ষম হননা মর্মে বিভিন্ন ফেডারেশন কর্তৃক জানা যায়।	চলমান
					৭। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বিকেএসপি'র কোটা রাখার বিষয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রত্যাব প্রেরণসহ বাস্তবায়ন করতে হবে। চাকুরীতেও কোটা রাখা যেতে পারে।	<ul style="list-style-type: none"> কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বিকেএসপি'র কোটা রাখার বিষয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কলেজসমূহে ভর্তির জন্য কোটা সংরক্ষণের বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির মীতিমালা ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত মীতিমালার ৩.২ অনুচ্ছেদে বিকেএসপি'র জন্য ০.৫% কোটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিকেএসপি'র ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য প্রতিটি অনুষদ একটি করে ভর্তির কোটা অনুমোদন করা হয়েছে। 	
					৮। ক্রীড়া পরিদপ্তরের ৬৪ জেলার ক্রীড়া কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী এবং অটিন্টিকদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। তাদের জন্য আলাদা কমপ্লেক্স তৈরী করতে হবে। গ্রামীণ খেলাধুলা যেমন-সাতচারা, ডাংগুপি ইত্যাদি খেলার প্রসার ঘটাতে হবে।	<ul style="list-style-type: none"> ৬৪টি জেলায় ক্রীড়া অফিসের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী ও অটিন্টিক শিশুদের জন্য ক্রীড়া কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ আর্থিক সালে প্রতিবন্ধী ও অটিন্টিক শিশুদের জন্য ক্রীড়া কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জেলা ক্রীড়া অফিসের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচিতে গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। 	চলমান



চলমান পাতা/৫

মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনার সংখ্যা	বাস্তবায়িত নির্দেশনার সংখ্যা	এখনো বাস্তবায়ন হয়নি এরূপ নির্দেশনার সংখ্যা	নির্দেশনার বিষয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
					৯। ক্রীড়া পরিদপ্তরের মাধ্যমে শিশুদের সীতার শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে।	<ul style="list-style-type: none"> জেলা ক্রীড়া অফিসের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে সীতার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। 	চলমান
					১০। বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কলাপ ফাউন্ডেশনের মূলধন বৃদ্ধি করতে হবেনা এ বিষয়ে অর্থ বিভাগে প্রস্তাব দিতে হবে। বিত্তবানরা অনুদান প্রদান করলে কর মুক্ত রাখার জন্য এনবিআরকে প্রস্তাব দিতে হবে। ফাউন্ডেশনকে আর্থবর্ধক কার্যক্রম প্রণয়ন করতে হবে তবে মূল কাজ যেন ব্যাহত না হয়।	<ul style="list-style-type: none"> সরকারের নিকট হতে বিভিন্ন সময়ে সিডমানি হিসেবে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ ৭.২৫ কোটি টাকা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ০৮/১১/২০১৮ তারিখে ফাউন্ডেশনকে ১০.০০ কোটি টাকা প্রদান করেন। ১২টি কোম্পানির সিএসআর তহবিল হতে প্রাপ্ত ৬০ লক্ষ টাকাসহ মোট মূলধনের পরিমাণ ২৭.৮৫ কোটি টাকা। ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বাজেটে বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কলাপ ফাউন্ডেশনের অনুকূলে 'বিশেষ অনুদান' খাতে ২,২৪,০৭,০০০/- টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বিভিন্ন কোম্পানির CSR খাত হতে অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বিত্তবানরা অনুদান প্রদান করলে তা করমুক্ত রাখার জন্য এ মন্ত্রণালয় হতে ০২/০৪/২০১৭ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। 	বাস্তবায়নাত্মক
					১১। সকল ক্রীড়া ফেডারেশনে নির্বাচনের মাধ্যমে নেতৃত্ব নিশ্চিত করতে হবে।	<p>ক) বর্তমানে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ফেডারেশন/সংস্থার সংখ্যা ৫৩টি। নির্বাচনযোগ্য ফেডারেশন/সংস্থার সংখ্যা ৩১টি। তন্মধ্যে ২২টি ফেডারেশন/সংস্থার নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি রয়েছে।</p> <p>খ) নির্বাচনযোগ্য ১০টি ফেডারেশন/এসোসিয়েশনসহ মোট ৩০টি ফেডারেশন/সংস্থা আডহক কমিটি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তন্মধ্যে ০৯টি প্রতিষ্ঠাকালীন কমিটি দায়িত্ব পালন করছে। নির্বাচন করার মত সাধারণ পরিষদ না থাকায় নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি।</p>	

চলমান পাতা/৬

মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নির্দেশনার তারিখ	নির্দেশনাকালে প্রদত্ত নির্দেশনার সংখ্যা	বাস্তবায়িত নির্দেশনার সংখ্যা	এখনো বাস্তবায়ন হয়নি এরূপ নির্দেশনার সংখ্যা	নির্দেশনার বিঘ্ন	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
					১২। জেলা পর্যায়ে সারা বছর বিভিন্ন খেলাখুলার জন্য জেলা স্টেডিয়াম বাত থাকলেও সঠিক দিনক্ষণসহ খেলার ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করে সুনির্দিষ্ট দিনসমূহ বাদ দিয়ে বাকি সময় স্টেডিয়ামগুলোতে ফুটবল খেলা চলবে। এ উদ্দেশ্যে প্রতি স্টেডিয়ামে বছরব্যাপী অন্যান্য খেলা পরিচালনার সুনির্দিষ্ট ক্যালেন্ডার প্রস্তুতপূর্বক স্টেডিয়ামেই প্রদর্শন করতে হবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব বিষয়টি বাস্তবায়ন করবেন। মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রেরণ করতে হবে।	বছরব্যাপী ফুটবল ব্যতীত অন্যান্য খেলা পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট ক্যালেন্ডার প্রস্তুতপূর্বক পরিষদ হতে স্টেডিয়ামে প্রদর্শন করার জন্য প্রত্যেক জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ হতে প্রতিবছর ফেডারেশন/ অ্যাসোসিয়েশন/বোর্ড/ সংস্থার নিকট হতে বছরব্যাপী খেলা পরিচালনার তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক সুনির্দিষ্ট ক্রীড়াপঞ্জী প্রকাশ করা হয়। উক্ত ক্রীড়াপঞ্জী যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয় এবং সে মোতাবেক বছরব্যাপী ক্রীড়া অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	চলমান
					১৩। স্টেডিয়ামসমূহে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছাড়া অন্য কোন কার্যক্রম যেমন মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কনসার্ট ইত্যাদি আয়োজন না করাই ভাল হবে।	স্টেডিয়াম সমূহে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছাড়া অন্য কোন কার্যক্রম যেমন মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কনসার্ট ইত্যাদি আয়োজন না করার জন্য প্রত্যেক জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	বাস্তবায়নামীন
					১৪। ধুল/কলেজের মাঠ ব্যতীত যে সকল জায়গা/মাঠ নির্ধারণ করা হয়েছে সেখানে নকশানুযায়ী খেলার মাঠ (মিনি স্টেডিয়াম) এর অবকাঠামো নির্মাণের কার্যক্রম শুরুর করতে হবে ও সংশোধিত মীতিমানানুযায়ী অবিলম্বে মাঠ/জায়গা নির্বাচন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	সকল উপজেলার মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে ১৩২টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে ৭৪১১.১১ লক্ষ টাকা প্রাকল্পিত ব্যয়ে জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৯ মেয়াদে "উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ ১ম পর্যায় (১৩১টি) শীর্ষক" প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১২৫ টি নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে, ৬টি উপজেলার জমি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা যায়নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে ৬৬টি মিনি স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করা হয়েছে। ১৬৪৯৩২.৫২ লক্ষ টাকা প্রাকল্পিত ব্যয়ে জুলাই/২০২০ খ্রি. হতে জুন/২০২৪ মেয়াদে "উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ- ২য় পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পের উপর পত ১১.০৭.২০২০ খ্রিঃ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সুপারিশের আলোকে ২৮৬ টি মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের ডিপিপি পত ০৩/০৯/২০২০ খ্রি. তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।	বাস্তবায়না ধীন

